TUESDAY TALK_September, 2023

Surviving the Tsunami: Coping with Sea of Information as an Academician

*Presented by **Soumen Mondal**, Librarian,*

Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

Abstract

In the digital age, our daily lives are busy with an overwhelming amount of information, a phenomenon commonly known as information overload. This flood of data, stemming from diverse sources such as social media, emails, and online news platforms, presents a pervasive challenge affecting individuals, businesses, and educational institutions alike. It is essential to understand the root causes and results of this overload and to explore effective strategies for managing and mitigating its impact.

Causes of Information Overload:

The ease of access to an exponentially growing pool of online content is a primary driver of information overload. Social media platforms, never-ending email notifications, and the constant arrival of news from various online sources contribute to an overwhelming flow of data. Additionally, the Fear of Missing Out (FOMO) prompts individuals to consume more information than they can effectively process.

Effects of Information Overload:

The consequences of information overload are wide-ranging and impactful. Decision-making becomes challenging as individuals grapple with the sheer volume of available data. Productivity often takes a hit, and stress levels rise as people attempt to keep pace with the continuous stream of information. Furthermore, the quality of work and learning experiences may suffer, potentially hindering personal and professional development.

Strategies to Overcome or Minimize Information Overload:

Effectively addressing information overload necessitates adopting practical strategies. Prioritizing information, setting boundaries on information consumption, implementing effective time management techniques, and leveraging digital tools for organization are pivotal strategies. Notably, various technological solutions play a significant role in navigating the information deluge.

Role of Google Search and Academic Search:

Utilizing advanced search techniques, such as employing specific keywords, filters, and operators, can refine search results and enhance the relevance of information retrieved. Academic search engines, tailored for scholarly content, assist researchers in accessing peer-reviewed articles, ensuring the credibility and quality of information.

Preprint Servers and Open Access Databases:

Platforms like arXiv and bioRxiv serve as preprint servers, enabling researchers to share preliminary findings before formal peer review. Open-access databases contribute to the reduction of information overload by ensuring unrestricted access to valuable scholarly works, fostering collaboration and widespread dissemination of knowledge.

RSS Feed and Alerting Services:

Subscribing to RSS feeds and alerting services provides a mechanism for individuals to receive timely updates on specific topics of interest without the need for constant active searching. These tools allow users to curate personalized feeds, focusing on content relevant to their needs and minimizing the risk of being inundated with irrelevant information.

AI in Literature Review and Text Summarization:

Artificial intelligence (AI) plays a transformative role in managing information overload, particularly in the realm of academic research. AI-powered literature review tools assist researchers in navigating vast databases efficiently. Text summarization algorithms, driven by AI, condense lengthy articles into concise summaries, facilitating a quick understanding of key concepts without the need to sift through extensive texts.

In conclusion, information overload is an omnipresent challenge in the digital age, impacting various facets of our lives. Employing effective strategies and leveraging technological tools, such as Google Search, academic search engines, preprint servers, open-access databases, RSS feeds, and AI-driven solutions, can empower individuals to navigate this information deluge successfully. By doing so, individuals can extract meaningful insights from the vast sea of available data while minimizing the detrimental effects of information overload on decision-making, productivity, and overall well-being.

Speaker

নাট্যকার বাদল সরকার : স্রষ্টার সৃষ্টিতে সমাজ অন্বেষণ

Presented by ***Dr.*** *Uttara Kundu, SACT-1, Department of Sociology,*

Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

Abstract

নাটক জীবন ভাষ্যের বাস্তব দলিল। তুলে দেওয়ার মতো করে তুলে দিতে পারলেই সে তার আপন হাতে দর্শকের হৃদয় দোলাতে শুরু করে, অধিকার করে নেয় আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং মননকে। গ্রাস করে আমাদের যাপিত জীবনের সমস্ত অনুভূতিগুলিকে এবং ভাবতে শেখায় পারিপার্শ্বিকতার দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধতাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা নাটকের যে পথচলা সফলভাবে শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রেক্ষাপটে আর্থসামাজিক অভিঘাতে তার গতিমুখ পরিবর্তিত হয়। দুই দশকের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুই ভয়াবহ মহাযুদ্ধের প্রত্যাঘাতে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই ভয়াবহ মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অভিঘাত শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভাবের পরিবর্তনে সক্রিয় অনুঘটকের কাজ করে। বাংলা নাটকেও এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়কালেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন নাট্যকার তথা নাট্যকর্মী বাদল সরকার।

বাদল সরকারের জীবনপঞ্জি

বাদল সরকার (পোষাকী নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার)

জন্ম	:	১৯২৫ খ্রি. ১৫ জুলাই, কলকাতার এন্টালিতে।
মৃত্যু	:	২০১১ খ্রি. ১৩ মে, কলকাতা।
জীবিকা	:	প্রযুক্তিবিদ্, নাট্য লেখক, নাট্য নির্দেশক, নাট্যকর্মী।
পুরস্কার	:	১৯৬৬ – ‘সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড’। ১৯৭১-৭৩ – নেহেরু ফেলোশিপ। ১৯৭২ – পদ্মশ্রী পুরস্কার। ১৯৯৭ – রত্ন-সদস্য।

২০০৯ – হোমি ভাবা ফেলোশিপ।

উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি : ‘সলিউশান এক্স’, ‘ভোমা’, ‘মিছিল’, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস’, ‘পাগলা ঘোড়া’, ‘সাদা কালো’, ‘চূর্ণ পৃথিবী’, ‘সিড়ি’, ‘নদীতে’।

বাদল সরকারের নাটকের সামগ্রিক আলোচনা আমার বক্তব্য বিষয় নয়। যে জরাসন্ধ স্বাধীনতা ধারাবাহিক ধাত্রী আমাদের, তার প্রথম প্রজন্মের জাতকের দল আমাদের নাট্যকারবৃন্দ। সময়ের পালাবদলে নাট্যআঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে, পরিবর্তিত হয়েছে তার সঞ্চায়ন ব্যবস্থার। চেতনার প্রদোষলোক থেকে সে মানবচৈতন্যকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বাস্তবের অস্তিত্ববিলাসের কাঠগড়ায়। দুই মহাযুদ্ধ পরবর্তী আর্থসামাজিকও রাজনৈতিক পালাবদলে উচ্চারিত হয়েছে সেই অমোঘ বাণী—

‘সৃজন লুপ্তির মাঝে গোটাকয় মুহূর্তের দান—
ধরণীর অর্থহীন প্রাণ!
সে অনন্ত গণনাতে
আমি আছি সংজ্ঞাহীন সামান্য কণাতে!

সময় এবং পরিসরের ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত বাদল সরকারের নাট্যসৃষ্টিতে সমাজ ভাবনা গভীরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উত্তাল চল্লিশে লালিত হলেও নাট্যকার বাদল সরকারের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে পাঁচের দশকে। তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে আমরা পাই আর্থরাজনৈতিক অস্থিরতা, বুর্জোয়া সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা এবং সমাজবোধের চূড়ান্ত অবমূল্যায়ন। এরই সঙ্গে দেখা যায় শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসকথন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোচনীয়তা, প্রথাগত রাজনৈতিক চিন্তার নবতর মূল্যায়ন এবং সামাজিক জীবন থেকে বৃন্তচ্যুতির বাস্তব চিত্রকে।

বাদল সরকারের নাট্যজীবনকে অনেকেই দুটি পর্বে ভাগ করেছেন। ১৯৫৬-তে ‘সলিউশান এক্স’-দিয়ে যার যাত্রা শুরু, ১৯৬৭-তে ‘পাগলা ঘোড়া’-য় তার সমাপ্তি। জীবনের পালাবদলের পথ পরিক্রমা শেষে ১৯৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত ‘শতাব্দী’ নাট্যদল প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বাদল সরকারের নাট্যব্যক্তিত্বের সুসম্পূর্ণ ধারার প্রকাশ ঘটে। তাঁর থার্ড থিয়েটার বা অঙ্গন থিয়েটার আরেক পর্ব রচনা করেছে যা তার অনুপস্থিতিতে আজও অব্যাহত।

বাদল সরকারের নাট্যসৃষ্টিতে যে আর্থসামাজিক অভিঘাতগুলি আমরা নাট্যায়িত হতে দেখি সেগুলি সূত্রাকারে বিন্যস্ত করলে দেখা যায়—

২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু
↓
এর ফলশ্রুতিপূর্বক ঐতিহাসিক অভিঘাত
↓
পঞ্চাশের মন্বন্তর
↓
নৌবিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন
↓
পরিপক্কতা ও সাফল্য অর্জনের কাল
↓
স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং জহরলাল নেহেরুর শাসন
↓
রাষ্ট্র, সমাজ এবং অর্থনীতির পুনর্গঠনের কাজ
↓
গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা
নির্বাচনী ব্যবস্থার সূত্রপাত
↓
স্বাধীন ও উদ্ভাবনশীল বৈদেশিক নীতির উদ্ভব
↓
সাম্রাজ্যবাদী এবং আপসকামীদের মুখোশ উন্মোচনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কমিউনিস্টরা
↓
মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসংকট, বেকারত্ব, নকশালবাড়ি আন্দোল, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী-সংঘ প্রতিষ্ঠা।

মানুষের জীবন, তার সম্পর্কের মধ্যে থাকে এক বিশ্লেষণী ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা আর্থসামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গভীরে প্রোথিত থাকে। স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তীকালের কৃষি অর্থনীতি, সমাজনীতি, অর্থহীন দাঙ্গা, পরবর্তীতে বিপ্লবের পথে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখা, সম্মিলিত জোট— এই নাটকগুলির উপজীব্য। যেমন— 'ভোমা', 'মিছিল', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' প্রভৃতি নাটকে আমরা সমাজপারিপার্শ্বের নৈর্ব্যক্তিক প্রতিধ্বনির মাঝে মানুষের ভালোবাসা, মনুষ্যত্ব, প্রতিবাদী-রক্তের হিমশীতলতা প্রাপ্তির কদর্য চেহারা উপস্থাপিত হতে দেখি। আবার 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস', 'বাস'— প্রভৃতি কিমিতি (Absurd) নাটকে আমরা

অস্তিত্বের দ্বিখণ্ডিকরণ, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা, আত্মজিজ্ঞাসার আকুলতা, জীবনযুদ্ধ, শ্রান্তির পাখায় রঙিন কাপড়ে মোড়া শবরূপী সমাজের অর্থহীনতার চিত্রকে নাট্যায়িত হতে দেখি। ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে নাটকের মাধ্যমে জনচৈতন্যকে জাগরণের উদ্দেশ্যে তিনি থার্ড থিয়েটার বা তৃতীয় থিয়েটারের কথা বলেছিলেন যা একইসঙ্গে নমনীয়, বহনীয় এবং সুলভ। মানুষের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছিলেন তিনি। ভাঙতে চেয়েছিলেন প্রসেনিয়ামের মধ্যেকার বাধাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থির সময়ের জটিল ঘূর্ণাবর্তে মানব জীবনের দ্বন্দ্ব, সংশয়, অস্থিরতা ও লক্ষ্যহীন পথভ্রষ্টতার ধ্বস্ত তীরে দাঁড়িয়ে থাকা মানবের কাছে বাদল সরকারের নাট্যসৃষ্টি যেন এক চেতনার দলিল।

Dr. Uttara Kundu (Choudhuri) -SACT1

Speaker